মহামিলন

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রেমের খোঁজে	৩
বিস্ময়	৪
আশা	৫
সীমানা ছাড়িয়ে	৬
আকর্ষণ	৭
মনশক্তি	৮
সুখস্মৃতি	৯
আশঙ্কা	১০
রাধার মন	১১
আলোর সন্ধানে	১২
সমতা রক্ষা	১৩
বৃষ্টি	১৪
জীবন খাদ	১৫
প্রেম গাঁথা	১৬
মনের পাতায়	১৭
সাধের জীবন	১৮
ছেলেবেলা	১৯
একটু উষ্ণতার জন্য	২০
পরিবর্তন	২১
এসেছে ফাগুন	২২
বাঁচতে শেখা	২৩
নীরব প্রেম	২৪
পথিক	২৫
মহামিলন	২৬

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের খোঁজে

মনের পালে লাগালে হাওয়া
ওগো নীল দরিয়ার মাঝি,
মন যমুনা উথাল পাথাল
তোমার নাওয়ে উঠতে আমি রাজি।

বিনিসুতোয় মালা গেঁথে
মনের খেয়ালে জানলা খুলি,
সাতরঙ মেখে চোখ বুঁজে রই
তোমায় পাবার পথে চলি।

আকাশের সাতটি তারার দেশে
তোমায় খুঁজি গাঙচিল হয়ে,
প্রেম যে মোর শুধুই গল্প
তোমায় কাছে না পেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

বিস্ময়

একফালি চাঁদ আলো দেয় যে বাসায়
সে বাসা ভালোবাসা দিয়ে গড়া,
মনের ঠিকানা ফিরিয়ে দিতে এলে না তুমি
নীরবতাকে তাই আপন শুধুই করা।

সম্মুখে ভীষণ প্রলয় ঝড়
অন্ধকারের গহ্বর হতে ধেয়ে আসে,
ভালোবাসা আজ একলা হয়ে কাঁদে
প্রহর গোনে কঠিন রুদ্ধশ্বাসে।

এ পারাবারে কে কোথা রব
পৃথিবীতে খোঁজা এক টুকরো আশ্রয়,
কেউ দিতে কেন হয় না রাজি
এখনও তা অতি বিস্ময়।

BANGLADARSHAN.COM

আশা

মোমবাতির আলোয় ঘর আজ আলোকিত
চাঁদের আলো দূর গগনে খেলে লুকোচুরি
মেঘকে দোসর করে,
চাঁদের সাথে আড়ি না করে
নিয়ে এসো তাকে আদর করে
মোদের প্রেমের তরণী পরে।

রামধনু ঐ পুব গগনে
মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে সকাল হতে,
শরবিদ্ধ হয় কোমল হৃদয়খানি অকপটে
দখিনা বাতাসে আলো নিভে যায়
এ প্রাণ স্নাত হবে অন্ধকারের রাতে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেমের গভীর টানে
যেদিন মাটিতে নেমে আসবে
স্বর্গ নিয়ে দুহাতে,
সেদিন দেখবে মাটি ভিজে গেছে অশ্রুজলে
তোমায় নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে।

সীমানা ছাড়িয়ে

চিরন্তন রূপের মাঝে
আকুল হয়ে তোমায় খুঁজি,
মুগ্ধতার সীমান্ত পেরিয়ে
আগের তোমাকে পাই না বুঝি।

বদলে যায় সুসময়,
গতি হারায় মলয় বাতাস,
এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে বুকে
দাঁড়িয়ে রই, মনে বড়ই হাহুতাশ।

কেটে যায় কত শত বিনিদ্র রজনী
একাকী অনাহারে,
বুভুক্ষু মনে পিপাসা অন্তর্লীন
আজও তোমারই তরে।

BANGLADARSHAN.COM

আতস পেরিয়ে ওপারে গিয়ে
ছোঁয়ার ইচ্ছে বড়ই যে প্রবল,
পাহাড় পেরোনো অভ্যাস আছে
দূরত্বের মাপ যেন না হয় সম্বল।

আকর্ষণ

আকর্ষণ অনুভবে সরব
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছো তুমি
মেটে না মনের পিপাসা।

ভেসে যায় যা কিছু ভাল
উত্তাল নদীর জোয়ারের জলে
মনে ছিল সুসজ্জিত আশা।

সাজাই কবরী নিজ হাতে
নিভৃতে সযতনে এক মনে
কোরোনা মোরে হতাশা।

অবুঝ ভেবে সরিয়ে রাখলে
দুঃখের পাল্লা হবে যে ভারী
হয়ে যাবো কোণঠাসা।

BANGLADARSHAN.COM

মনশক্তি

যা কিছু হারালে
কোনোদিন তা ছিলনা তোমার,
সূর্যের সাথে করো কেন মিছে অভিমান
হারানো সব কিছুই জীবনের আঁধার।

আলোর দিকে দু বাহু বাড়ালে
সাজ বাড়বে জীবনবোধের
প্রদীপের আলোর ভরসা কোরোনা
দমকা বাতাসে সব ছারখার।

আত্মানুভূতি বাঁচিয়ে রাখো
তোমার সাজে তুমি বলবান
আঁচল পেতে গ্রহণ করো
সূর্যের থেকে অসীম অপার।

BANGLADARSHAN.COM

সুখস্মৃতি

মনের গভীর অরণ্যে এত দিন
বেড়ে উঠছিল প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা ধীরে ধীরে,
অধরা থেকে থেকে একদিন তারা উড়ান
দিল আকাশ নীলে,
সূর্যের রশ্মিচ্ছটা মেঘের চাদর সরিয়ে
মন রাঙাল আবীর রঙে আড়ালে।

গোলাপ বাগে যাই কেমনে
অন্তহীন প্রতীক্ষায় কাটে প্রহর
হাত ধরে নিয়ে যাবে....
কথা দিয়েছিলে,
সূর্যাস্ত এলে কীভাবে রব স্থির
অজানায় রয়ে গেলো কত শত স্মৃতি সুখের কোলে।

BANGLADARSHAN.COM

আশঙ্কা

নদী আজ উথাল পাথাল, জল করে টলমল,
ঢেউ ওঠে নদীর বুকে রে
বেশি দূর যাইও না নাওখানা বাইয়া রে।

পশ্চিমে কালো মেঘে, গুর গুর গুর ডাকে,
ঝোড়ো হাওয়া লাগে তোমার পালের বুকে,
সামলে ধরিও হাল,
ভালো নয় হালচাল
জলদি ভিড়াও মাঝি নৌকা পাড়ে রে।

হেইয়া হো বলে মাঝি, দাঁড় টানে তরাতরি,
জোরে জোরে লগি মাইরা তীরে ফেরাও তরী,
পন্থপানে চাইয়া রয়,
বুক কাঁপে প্রাণে ভয়,
ভাটিগাঙ বাইয়া লাগাও নৌকা ঘাটে রে।

BANGLADARSHAN.COM

রাধার মন

চন্দ্রমল্লিকা শোভিছে কপোলে
রূপের বাহার দেখে যা রাধার,
ফুলের গন্ধে চঞ্চল হিয়া
ঘুরে মরে রাধা যমুনার পার।

রাত নিঝুম জোনাকি জ্বলে
আকাশের তারা মিটিমিটি,
ফুলের সাজে মনের লাজে
চেয়ে পথপানে রয়ে চুপটি।

রঙিন বসনা নব আভরণা
বাঁশীর সুরে আকুল হৃদয়,
জাগি নিশিথীনি হয়ে পাগলিনী
কালার দরশনে পরাণ জুড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর সন্ধানে

নগ্ন রাতে তারারা জ্বলজ্বল,
রোদন ভরা রাতের সম্বল,
নৃত্য করে ক্ষুধার্ত মানুষ।

সর্পিল পথ কণ্টকাকীর্ণ,
ক্রমাগত যাত্রায় হোক বিদীর্ণ,
জন্মাক শত শত লব কুশ।

নতুন প্রজন্মকে জানাই আহ্বান,
হত দারিদ্রতার হোক অবসান,
পূব দিগন্তে উড়ছে রঙিন ফানুস।

BANGLADARSHAN.COM

সমতা রক্ষা

আসার কথা ছিল বলেই
আবার আসা সৃষ্টির বুকে,
পথের প্রান্তে শেষ কোরো না
নীরব থাকার মন্ত্রকে।

নজরকাড়া সাজের পিছে
মিথ্যে ছুটে কী লাভ ভাই,
যতই করো রূপের বড়াই
অন্যরা করে ভাতের লড়াই।

সিংহাসনে আসীন থেকে
জগতটা যে গদ্যময়,
ওদের পথে নেমে এসে
জীবন করো সাম্যময়।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি

বৃষ্টি আজ আমার ঘরে
ভেসে গেল সুখপাখি,
ভিজিয়ে দিল চোখের পাতা,
অশ্রুসজল কালো আঁখি।

বৃষ্টি ভেজা গভীর রাতে
সুখপাখি শুধায় এসে
কেন তুমি ছল করে
দূরে সরে আছো মিছে
ভাঙা বুকে ব্যথা বাড়ে
দিও না আর এত ফাঁকি।

এ মনে বিষম জ্বালা
তোমায় খুঁজে মরি হায়
তোমার প্রেমে প্রাণপাখী
আমারে শুধু কাঁদায়
পাগলপারা হই যে কালা
এ অন্তরে তোমায় রাখি।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন খাদ

ভীরুতার মুখাগ্নি হয় না জেনেও
কাপুরুষরা করছে আপোষ মীমাংসা দিনরাত,
মেরুদন্ডহীন হয়ে উঠতে সময় লাগেনা বেশী দিন
রঙমেলান্তি খেলায় মেতে উঠে করছে তারা বাজিমাত।

এ কঠিন পারাবারে মানুষগুলো
কাঁকড়া বিছের মতো বিষ ছড়িয়ে কুপোকাৎ,
সময় অসময়ে নির্ভাবনায় জটিল করে তোলে
সহজ সরল যাত্রাপথ।

প্রতিদিন ভাগ্যশালায় পরীক্ষিত হয়
জীবন পথের ভয়ংকর খাদ,
উপত্যকার বনানীকে তিল তিল করে
মিছেই করে চলেছ আত্মসাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম গাঁথা

এমন দিনে বন্ধু বিনে
দিন কাটাই কেমনে,
ও তোর প্রেমের লাগি পরাণ পাখি
জ্বলে প্রেমের আগুনে,
তোরে খুঁজি কোথা বল
তোরে পাই কোথা বল।

কত ফাগুন চইলা গেল
তোর আশায় আশায়,
মনটা শুধুই ছটফট করে
মরি যৌবন জ্বালায়,
তোরে খুঁজি কোথা বল
তোরে পাই কোথা বল।

BANGLADARSHAN.COM

সাজু যেমন রূপাইয়ের খোঁজে
পথে পথে ঘোরে,
তোর সোহাগে পাগল এ মন
গুমরে গুমরে মরে,
তোরে খুঁজি কোথা বল
তোরে পাই কোথা বল।

মনের পাতায়

মনে মনে কথার মালার
আকাশ নীলে হারিয়ে যাওয়া,
অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে
উজান দেশে পাড়ি দেওয়া।

বৃষ্টির দিন যেন অমলিন
কোনঠাসা কার্নিসে,
মধুকর চাহে সজীবতা আজ
যেন এক নিমেষে।

সৃষ্টি আজ মেলেছে ডানা
অবারিত দ্বার খোলা,
অঙ্কুর আজ পল্লবিত
নতুন প্রজন্মের মেলা।

BANGLADARSHAN.COM

সাধের জীবন

জীবন তরীর ভাবনা গেল না
ও নদীর জলে তো হাইল মানে না....

কেমনে দিমু ভব পাড়ি
জীবন নদী চলছে ভারি,
মন মাঝি তাই বৈঠা ধরে রে
কোনো কুলের দিশা পাইলাম না।

কোন মিস্তুরী গড়ল নাওখানা
টলমল করে জীবনের ঠিকানা
চুঁইয়া চুঁইয়া ঢুকছে পানি রে
ডুইব্যা যাইতে সাধ হইল না।

সারা জীবন বৈঠা বাইলাম রে
নাওয়ের বাদাম উড়াইয়া দিলাম রে
গুরু যদি সহায় থাকেন রে
তইরা যাইমু সাধের জীবনখানা।

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেবেলা

আজ ছেলেবেলাটা বার বার করে আঁচলে টান মারে।
ফিরে তাকাই পিছন পানে
দেখি ছেলেবেলা সুন্দর সেজেগুজে
পায়ে পা মিলিয়ে চলছে
আমার হাত ধরে॥
আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে
জানতে চায় আমি আজও তাকে কতটা ভালোবাসি।
ছেলেবেলা তুমি আমার শিরা ধমনীতে
বাহিত রক্তধারা
তুমি আমার প্রথম ফোটা ফুল
তোমাকে রেখেছি আমার ওষ্ঠে
শত চুমন্বের ছোঁয়ায়
তুমি আমার গভীর ঘুমের স্বপন
তোমাকে আলিঙ্গন করে
হই যৌবন মদমত্তা
কী হেরি আজ এ পুণ্য লগনে রঙিন পূবাকাশে
ছেলেবেলা তুমি রামধনু রঙে
ভরালে আমার মন
তোমাকে দেখি এক দৌড়ে এসে
উঠলে গাছের আগায় কাঠবিড়ালীর মতো।
মনপাখী আজ ডানা মেলে ওড়ে
সাদা মেঘের ভেলায়॥

BANGLADARSHAN.COM

একটু উষ্ণতার জন্য

কতকাল ধরে ছুটে চলেছি
গ্রাম নদী শহর রাজপথে
সাঁতরে ফিরি পুরোনো বাসায়,
ভোরের রঙ মনের পাখায়,
একটু উষ্ণতার জন্য।

হারিয়ে যাওয়া আকাশ নীলে
স্বপ্নেরা জাল বোনে মনের চালে
তাকিয়ে থাকি দূর গগনে,
কত শত ছবি মনের কোণে,
একটু উষ্ণতার জন্য।

হাওয়ায় দোলে নৌকার পাল
মন যমুনা উথাল পাথাল
রামধনু রঙ বকের পাখায়,
মনে তোমার স্বপন রাঙায়,
একটু উষ্ণতার জন্য।

গাছে আজ জোয়ার এসে
ভাসিয়ে দিল এক নিমেষে
বসন্ত বাতাস এল ফিরে,
ভাটিয়ালি গান উদাস সুরে,
শুধু একটু উষ্ণতার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

পরিবর্তন

একবার পুড়ে গেলে মাটি
কঠিন ইট হয়ে যায়,
যতই জল ঢাল না কেন
সে মাটি গলে না রে হায়।

আগুনের ভীষণ তাপে
কামার লোহা গলায়,
নিত্যদিনের প্রয়োজনে
কত কিছু সে বানায়।

স্বর্ণকারের হাতে অলঙ্কার
নারীর শোভা বাড়ায়,
শত আঘাত পেলেই পরে
সৃষ্টি সোনারে শানায়।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ হয়ে এই ভবে এসে
ডুবলি কত খেলায়,
শত আঘাতে নিজেকে গড়ে
মানুষ রয় না কারুর আশায়।

এসেছে ফাগুন

সুরের আকাশে রঙ লেগেছে
মনের রঙেতে আগুন,
দখিনা বাতাস দোল দিয়ে যায়
হৃদয় জুড়ে ফাগুন।

অঘ্রাণের ঐ বিকেল রোদে
উদাস করা সুরে,
লাল মেঘেতে প্রেমের বাউল
প্রেম খুঁজে মরে।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচতে শেখা

অনেক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে
যদি কেউ তোমায় দেখে হাসে,
জেনে রেখো কলঙ্কময় চাঁদটাতেই
পূর্ণিমা রাত আসে।

জন্ম ক্ষণে অগোচরে
মৃত্যুর দিন থাকে লেখা,
প্রতিদিন লড়াই করে
নতুন করে বাঁচতে শেখা।

সব হারালেও মনে রেখো তুমি
গাছেরাও তাদের পাতা হারায়,
প্রতি বছর তবু দাঁড়িয়ে সে রয়
নতুন পাতার আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

নীরব প্রেম

ঝিনুক কুড়াতে আজো ভালো লাগে বেশ,
সমুদ্রের জলে পা ডোবানো অনেকদিনের অভ্যেস,
এলোপাথারি বাতাসে অবিন্যস্ত কেশ,
চোখে মুখে লেগে আছে জানিনা কোন প্রগাঢ় রেশ।

নৌকা ভাসাই স্বপ্ন চোখে মোহনার পানে,
মাঝ দরিয়ায় জীবন খোঁজে বাঁচার মানে,
চাঁদের ছটা তরঙ্গ খেলায় গভীর টানে,
নীরব প্রেম বাঁধ না মেনে প্রহর গোনে সঙ্গোপনে।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক

আকাশ কুসুম কল্পনা মাখানো জীবনের খোঁজে
পথিক ঘুরে মরে,
অসময়ে প্লাবন এনো না
গোছানো মনের ঘরে,

জ্যোৎস্নার আলোয় আজ ম্লান ঝাড়বাতির আলো।

সৃষ্টির মাঝে লুকিয়ে থাকা
অসীম সুখের ঠিকানা,
আকাশ তলে নদীর চলার
নেই তো কোনো নিশানা,

পাথর বেছানো পথটি যেন
পাহাড় ছুঁতে চায়,
আকাশ মেশে সাগরের জলে
পথিকের মনে তরঙ্গ খেলায়,

বিশ্বের বুকে পথিকের দিন
কাটে যেন ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

মহামিলন

তাকায় দুজন দুজনের দিকে
চোখেতে মহাবিস্ময়,
নবজাতক আজ প্রপিতামহের বাহুডোরে
নব পুরাতনের মহামিলনের এসেছে সময়।

পুরোনো মোড়কে নতুন সৃষ্টি
বিশ্বের উন্মুক্ত দরবারে,
নতুন প্রজন্মকে সঁপে দিতে হবে
পুরোনো যা কিছু একেবারে,
নব পুরাতনের মহামিলনের হয়েছে সময়।

যা শেখাবে তাই ফিরে পাওয়া,
যা দেখাবে তাই শিখে যাওয়া,
নব নব রূপে পুরাতনী গান
নতুন আকাশে কত আলোড়ন,
নব পুরাতনের মহামিলনের হয়েছে সময়।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥